

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫

১/ পবিত্রতা অর্জন (كتاب الطهارة) পরিচ্ছেদঃ ১৯. পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

باب الإسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ

আরবী

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ لَا فَلَا عَلْيَالْمُ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَدْ وَلَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا عَلَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ".

_ ضعيف: ضعيف الجامع الصغير ٢٥٨ه، المشكاة ٣٥٢

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ: حُصَيْنُ الْحِمْيَرِيُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصَحْابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

বাংলা

৩৫। আবৃ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। ঢিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন সমস্যা নেই। খাওয়ার পর খিলাল করলে যদি কিছু বের হয় তা ফেলে দিবে, আর জিহবার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন অসুবিধা নেই। পায়খানায় গেলে আড়ালে চলে যাবে। এরূপ জায়গা না পাওয়া গেলে অন্তত বালুর স্তুপ তৈরী করে তার আড়ালে বসবে। কারণ শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন গুনাহ নেই।[1]



দুর্বল: যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৫৪৬৮, মিশকাত ৩৫২।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু সাঈদ আল খায়র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম সাহাবী।

English

Narrated AbuHurayrah:

The Prophet () said: If anyone applies collyrium, he should do it an odd number of times. If he does so, he has done well; but if not, there is no harm. If anyone cleanses himself with pebbles, he should use an odd number. If he does so, he has done well; but if not, there is no harm.

If anyone eats, he should throw away what he removes with a toothpick and swallow what sticks to his tongue. If he does so, he has done well; if not, there is no harm. If anyone goes to relieve himself, he should conceal himself, and if all he can do is to collect a heap of send, he should sit with his back to it, for the devil makes sport with the posteriors of the children of Adam. If he does so, he has done well; but if not, there is no harm.

ফুটনোট

[1] ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব পায়খানার সময় পর্দা করা, হাঃ ৩৩৭), দারিমী (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব পায়খানার সময় পর্দা করা, হাঃ ৬৬২), সাওর ইবনু ইয়াযীদ সনদে হুসাইন আল-হুমরানী থেকে আবূ সাঈদ আল-খায়ব সূত্রে, আহমাদ (২/৩৭১) সাত্তর সূত্রে। আল্লামা মুন্যিরী 'মুখ্তাসার সুনান' (১/৩৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবূ সাঈদ আল খায়র হিমসী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি আবূ হুরাইরাহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন, আমি তাকে চিনি না। তিনি আবূ হুরাইরাহর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে এ হাদীসটি তার সূত্রে বানানো হয়েছে। আর এর দোষ হচ্ছে সনদের হুসাইন আল-হুমরানীর জাহালাত।

শায়খ আলবানী (রহঃ) 'সিলসিলাহ যঈফাহ' গ্রন্থে বলেন, সনদের হুসাইন আল-হুমরানী অজ্ঞাত। যেমন তা হাফিয (রহঃ) ব্যক্ত করেছেন 'আত-তারুরীব' ও 'আত-তাখলীস' গ্রন্থে এবং খাযরাজীর 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। আর ইবনু হিব্বান কর্তৃক এককভাবে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি অজ্ঞাত লোকদেরও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন। সেজন্য উল্লিখিত হাদীসের ইমামগণ তার এ আখ্যা গ্রহণ করেননি। ইমাম বায়হাক্বী ও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (আরো বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ ১০২৮)।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন